Zakat Calculation
Made Easy

যাকাত হিসাবের সহজ নমুনা

প্রস্তুতকরণ :

মাওলানা মুফতী মাসূম বিল্লাহ

উস্তাযুল হাদীছ ওয়াল ফিক্‌হ

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা (মসজিদুল আকবার) মিরপুর-১, ঢাকা

উস্তাযুল ফিক্‌হ ওয়াল ইফতা

মারকাযুল বুহূস আল ইসলামিয়া ঢাকা, মিরপুর-১, ঢাকা

খতীব, আল-মদীনা জামে মসজিদ

ইস্টার্ন হাউজিং (২য় পর্ব), পল্লবী, মিরপুর ,ঢাকা

muftimasum87@gmail.com

প্রকাশনায় :

দারুর রশিদ প্রকাশনী

মিরপুর-১, ঢাকা, (আন-নূরী মসজিদের উত্তর গেটের সম্মুখে)

দূরালাপনী : ০১৯১৭২৬২৫২৪

[নির্ধারিত মূল্যঃ ১০ টাকা]

যাকাত বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা

الحمد لله على جزيل نعمائه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد :

যাকাত একটি ইবাদত। যেভাবে শারিরিক ইবাদতের মধ্যে নামায প্রথম সারির ইবাদত সেভাবে আর্থিক ইবাদতের মধ্যে যাকাত প্রথম সারির ইবাদত। এজন্যই কুরআনে কারীমে নামাযের সাথে যাকাতের আলোচনা করা হয়েছে। প্রায় ৩২ বার যাকাত শব্দ উল্লেখ হয়েছে।

যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ বা ভিত্তি। যাকাত ফরযে আইন তার শর্তাবলী পাওয়া গেলে। যেভাবে নামায ফরযে আইন তার শর্তাবলী পাওয়া গেলে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নামায প্রত্যেক মুসলামানের উপর ফরয আর যাকাত নিসাবের মালিকদের উপর ফরয।

নামায অস্বীকার করলে যেভাবে রক্ত হালাল হয়ে যায় তদ্রুপ যাকাত অস্বীকার করলে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন প্রিয়নবী সল্লাল্লহু আলায়হি অসাল্লাম।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেও যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। বরং যাকাত সুষ্ঠু ও সার্বজনীন অর্থনীতি এবং সুষম ও টেকসই অর্থব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক। যাকাতবিহীন অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থা । বরং দূর্ভিক্ষ-দারিদ্র ও ক্ষুধা-মন্দা আনোয়নকারী।

অতএব, সহজেই অনুমেয় যে, যাকাতের গুরুত্ব কত বেশি !

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, অনেকেই যাকাত আদায় করেন না, আবার যারা আদায় করেন তারা সঠিক হিসাব করে আদায় করেন না। মনে করেন যে, আনুমানিক দিলেই চলবে। অথচ এই অনুমানে ভুল হয়। যাকাত কম আদায় হয়। তবে হ্যাঁ, যদি বেশি আদায় করে তাহলে ইনশা আল্লহ জবাবদিহিতা হবে না কিন্তু এক পয়সাও কম হলে তা হারাম হিসেবে থাকবে ও এই এক পয়সা সব অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে। এজন্যই যাকাত হিসাব করে পুঙ্খানুপুঙ্খানু আদায় করা অপরিহার্য।

আর তাই যাকাতের হিসাব জানাও জরুরী। নচেৎ সঠিকভাবে যাকাত আদায় হল কি না তা বুঝবেন কিভাবে ?

উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই আয়োজন। যাকাতের হিসাব জানার পূর্বে যাকাত সম্পর্কে জানাও জরুরী।

তাই প্রথমে যাকাত সম্পর্কে কিছু ধারণা পেশ করা হল :

যাকাত কী ?

যাকাত আরবী শব্দ (زكوة)। অর্থ: পবিত্রতা, প্রবৃদ্ধি, বরকত, প্রশংসা, স্তুতি।[১]

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়,

আল্লহ তায়ালার হুকুম পালনার্থে যাকাতযোগ্য অর্থ-সম্পদের শরীয়াত নির্ধারিত পরিমাণ অংশ নিজের সব ধরণের হস্তক্ষেপ ও সুযোগ-সুবিধা মুক্ত করে যাকাত গ্রহণের যোগ্য গরিব-মিসকীনদেরকে পূর্ণ মালিকানা দান করাই হল 'যাকাত'।[২]

অর্থাৎ প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান নর-নারীর ঋণমুক্ত ও মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত নিজস্ব বৈধ মালিকানাভুক্ত ও হস্তক্ষেপযুক্ত যাকাতযোগ্য অর্থ-সম্পদ নিসাব বা শরীয়াত নির্ধারিত পরিমাণ এক চান্দ্র বছর (৩৫৪দিন) অতিক্রম হলে তার (ও তার বর্ধিতাংশের) ১/৪০ ভাগ বা ২.৫ শতাংশ (২.৫%) নিজের সব ধরণের হস্তক্ষেপ ও সুযোগ-সুবিধা মুক্ত করে যাকাত গ্রহণের যোগ্য গরিব-মিসকীনদেরকে পূর্ণ মালিকানা দান করাকে 'যাকাত' বলে।

যাকাতের শর্ত :

১. **স্বাধীন হওয়া;**
   সুতরাং গোলাম-বাঁদীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।
২. **প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;**
   সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।
৩. **জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া;**

(১) রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী), ৩/১৭০, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।
(২) আদ-দুররুল মুখতার, ৩/১৭১-১৭৩, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।

সুতরাং পাগল/বুদ্ধি প্রতিবন্ধির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

৪. **মুসলমান হওয়া;**
   সুতরাং অমুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।
৫. **পূর্ণ মালিকানা;**
   যাতে অন্যের কোন অধিকার বা দায় নাই, তাতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ ও লেনদেন করতে পারে, তার বর্ধিতাংশ, লভ্যাংশের অধিকারী হয়।
৬. **নিসাব;**
   শরীয়াত নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতযোগ্য অর্থ-সম্পদ।
   (ক) স্বর্ণ (বার/বিস্কুট/অলংকার ব্যবহৃত/অব্যবহৃত) স্বতন্ত্র :
   ২০ দিনার বা মিছকাল; যার ওজন ৭.৫ ভরি/তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম। কিংবা তার সমমূল্য।
   (খ) রৌপ্য (বার/বিস্কুট/অলংকার ব্যবহৃত/অব্যবহৃত) স্বতন্ত্র:
   ২০০ দিরহাম; যার ওজন ৫২.৫ ভরি/তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম। কিংবা তার সমমূল্য।
   (গ) অর্থ-কড়ি : ক্যাশ বা নগদ অর্থ-মুদ্রা বা কাগজি নোট/পয়সা;
   যা স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য কোন যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে রৌপ্যের নিসাব সমপরিমাণ।
   (ঘ) ব্যবসায়িক মাল : বিক্রয়ের নিয়তে ক্রয়কৃত মাল;
   যেমন, কাঁচামাল/উৎপাদিত পণ্য/স্টক লট/রিয়েল এস্টেট/ফ্লাট/গাড়ী ইত্যাদি; যা স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য কোন যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে রৌপ্যের নিসাব সমপরিমাণ। উক্ত মালের হিসাব করণে চান্দ্র বছর পূর্তির দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।[৩]

(৩) রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী), ৩/২২৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।

৭. বছর পূর্তি;

উপরোক্ত নিসাব এক চান্দ্র বছর বা ৩৫৪ দিন মালিকানায় থাকা। তবে পূর্ণ নিসাব থাকা জরুরী নয়। বরং এক দিন পূর্ণ নিসাব মালিকানায় থাকার পর বছর ঘূর্ণায়নের দিন তথা ৩৫৪তম দিনে পূর্ণ নিসাব মালিকানায় থাকা। এর মাঝে কম-বেশি হলে সমস্যা নাই। তবে পূর্ণ নিসাব শেষ না হওয়া। অন্যথায় নিসাবের বছর পূর্তি ধরা হবে না। এরপর যেদিন পূর্ণ নিসাবের মালিক হবে সেদিন থেকে নিসাবের বছর শুরু ধরা হবে।

৮. মানুষের প্রাপ্য ঋণ মুক্ত হওয়া;

যা বছর ঘূর্ণায়নের মধ্যে আদায় করতে হয়। সুতরাং এরপর সৃষ্ট ঋণ যাকাতের প্রতিবন্ধক নয়।[৪] ঋণ সমূহ যেমন-

- পরিশোধ্য অমেয়াদী ব্যক্তিগত ঋণ/লোন/দায়; (সাধারণ ঋণ বা ক্রেডিট কার্ডের লোন[৫])
- পরিশোধ্য মেয়াদী ব্যক্তিগত ঋণ/লোন/দায়; (মেয়াদী ঋণের পরিশোধ্য হাল কিস্তির পরিমাণ) [যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত]
- অনাদায়ী মহর; (যা স্ত্রীর পক্ষ হতে দাবিকৃত ও যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত পরিশোধের নিয়ত রাখে)
- ইউটিলিটিজ বিল্‌স; (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল) যা যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত পরিশোধ্য।
- বকেয়া পেমেন্ট; যা পরিশোধ করতে হবে (বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য) [অমেয়াদী, আর মেয়াদী হলে পরিশোধ্য হাল কিস্তির পরিমাণ; যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত]
- কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতা; যা যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত পরিশোধ্য।

(৪) রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী), ৩/১৮০, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।
(৫) যদিও বর্তমানে উক্ত কার্ডের সুদ দেওয়া বৈধ নয়। তবে সুদ না দিয়ে ব্যবহার করা বৈধ।

- কিস্তিতে ক্রয়কৃত বস্তুর পরিশোধ্য কিস্তির পরিমাণ; (পরিশোধ্য হাল কিস্তির পরিমাণ) [যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত]
- এ্যাডভান্স বা সিকিউরিটি মানি; (যা ফেরত দিতে হবে, কর্তনযোগ্য হলে অবশিষ্টাংশ)

৯. মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়া;

মৌলিক প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য হল,

ক) মানুষের জীবন রক্ষাকারী বস্তাদি; যেমন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, ব্যবহার্য সামগ্রী, উপার্জনের উপকরণ ও যন্ত্রাদি, যুদ্ধাস্ত্র, বাহন, জ্ঞানার্জন-লেখালেখির বই-পত্রাদি, সেবার গোলাম-বাঁদি, ইত্যাদি।

খ) পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ (যাদের ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব)।

গ) ঋণ।

উক্ত তিন ধরণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নামী তথা বর্ধনশীল অর্থ-সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব।

১০. নামী তথা বর্ধনশীল হওয়া;

উক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ নামী তথা বর্ধনশীল হওয়া। যথা- সন্তানবৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, ব্যবসায়িক বা নিজ বা প্রতিনিধির হস্তগত থাকায় তা বর্ধনশীল হওয়ার যোগ্য হওয়া।[৬]

কি পরিমাণ যাকাত দিতে হয় ?

নিজস্ব মালিকানাভুক্ত যাকাতযোগ্য অর্থ-সম্পদ নিসাব বা শরীয়াত নির্ধারিত পরিমাণ এক চান্দ্র বছর (৩৫৪দিন) অতিক্রম হলে তার ১/৪০ ভাগ বা ২.৫ শতাংশ (২.৫%) যাকাত দিবে।

আর যদি এক সৌর বছর (৩৬৪/৩৬৫ দিন) অতিক্রম করে তাহলে ২.৬ শতাংশ (২.৬%) যাকাত দিবে। **এটাই সতর্কতা।**

(৬) রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী), ৩/১৭৩-১৭৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।

তবে ৩৬৫ দিন অতিক্রম করলে ২.৫৭৭ শতাংশ (২.৫৭৭%) আর ৩৬৬ দিন অতিক্রম করলে ২.৫৭৭৫ শতাংশ (২.৫৭৭৫%) যাকাত দিলে হবে।[৭]

যে সব অর্থ-সম্পদের যাকাত নাই

উপরোল্লেখিত যাকাত যোগ্য অর্থ-সম্পদগুলো ছাড়া অন্য সব অর্থ-সম্পদ যত মূলবানই হোক না কেন তার যাকাত নাই। যেমন,

১. হীরা-মণি-মুক্তা, মূল্যবান পাথর, যা ব্যবসার জন্য নয়।
২. ব্যবহার্য জামা-কাপড়, জুতা-স্যান্ডেল, ইত্যাদি।
৩. ব্যবহার্য আসবাবপত্র। যেমন, খাট, সোফা, টেবিল, চেয়ার, ফ্রিজ, কম্পিউটার, মোবাইল, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি।
৪. ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদ বা সামগ্রী। যেমন, ভাড়ায় চালিত বাস-ট্রাক-পিকআপ, রিক্সা-ভ্যান, একাধিক বাড়ি-গাড়ি, জমি-জায়গা, যা নিজের ব্যবহার/ভাড়ায় থাকে, বিক্রির নয়।
৫. কল-কারখানা, কোম্পানী, গার্মেন্ট্স ইত্যাদির মেশিনপত্র, মালামাল রাখার পাত্র, বিক্রির নয়।
৬. যেসব মুরগীর শুধু ডিম বিক্রি উদ্দেশ্য সেসব মুরগী, তদ্রুপ শুধু দুধ বিক্রির উদ্দেশ্যের গরুর যাকাত নাই, ইত্যাদি।
৭. যে সব সফটওয়্যার, ওয়েব সাইট ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হয় বিক্রি উদ্দেশ্য নয় তার যাকাত নাই।

যাকাত হিসাবের সহজ নমুনা

নিম্নে নমুনা স্বরূপ যাকাতের হিসাব পেশ করা হল।

প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ করে নিম্নোক্ত নিয়মে যাকাতের হিসাব বের করে নিবেন।

(৭) আল-মায়ায়ির আশ-শারয়িয়্যাহ, মি'য়ার নং ৩৫, যাকাত, বন্দ (ধারা) : আল-হাওল-৩/২/৩, খ. ২, পৃ. ৮৮৪।

ক. যাকাতযোগ্য সম্পদ

ক্র.নং	যাকাতযোগ্য সম্পদ	পরিমাণ	মূল্য
১	**স্বর্ণ ▸** (বার/বিস্কুট/অলংকার ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত)	মোট ৪ ভরি ২২ ক্যা. ১ ভরি ২১ ক্যা. ১ ভরি ১৮ ক্যা. ১ ভরি সনাতন ১ ভরি	[বিক্রি মূল্য[৮]] ৪০,৩৩৩/- ৩৮,৫০০/- ৩৩,০০০/- ২২,০০০/-
২	**রুপা ▸** (বার/বিস্কুট/অলংকার ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত)	মোট ১ ভরি	[বিক্রি মূল্য[৯]] ৪০০/-
৩	**ক্যাশ/নগদ টাকা ▸** মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত যা নিজের কাছে নগদ আছে	-	১,০০,০০০/-
৪	**সঞ্চয়/ডিপোজিট ▸** (সুদ ভিত্তিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কারেন্ট / সেভিংস / ফিক্সড একাউন্ট বা এফডিআর বা ডিপিএস বা জীবন বীমা বা অন্য বীমার প্রত্যর্পণযোগ্য প্রিমিয়াম[১০], ইসলামী ব্যাংকিংয়ে কারেন্ট একাউন্ট, ই-মানি, যা	-	৫,০০,০০০/-

(৮) বা ক্রয় মূল্য হতে ২০% কর্তন করে ।
(৯) বা ক্রয় মূল্য হতে ২০% কর্তন করে।
(১০) যদিও বর্তমানে এ খাতগুলোতে অর্থ জমা করা বৈধ নয়।

	মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে জমা আছে)		
৫	**রিসিভাবল্‌স ▸** (উসূলযোগ্য মূল্য, নগদ অর্থ বা পণ্য বিক্রির পরিবর্তে আদায়যোগ্য, বিল্‌স অব এক্সচেঞ্জের ফেইস ভ্যালু)	-	১,০০,০০০/-
৬	**বৈদেশিক মুদ্রা ▸** (ডলার/রিয়াল)	-	[যাকাত আদায়ের দিনের রেট] ৫০,০০০/-
৭	**ব্যবসায়িক মাল ▸** (বিক্রয়ের নিয়তে ক্রয়কৃত মাল; যেমন, কাঁচামাল/ উৎপাদিত পণ্য/স্টক লট/ রিয়েল এস্টেট/ফ্লাট/গাড়ী)	-	[যাকাত আদায়ের দিন সব মাল একত্রে বিক্রি করলে যে মূল্য পাবে। তবে **সতর্কতা হল :** যদি হোলসেল বা পাইকারী বিক্রেতা হোল সেল বা পাইকারী মূল্য, আর রিটেইল বা খুচরা বিক্রেতা রিটেইল বা খুচরা মূল্য] ১০,০০,০০০/-
৮	**কোম্পানির শেয়ার** (ক্যাপিটাল গেইন বা বিক্রয়ের নিয়তে ক্রয়কৃত)	-	[মার্কেট ভ্যালু] ৫,০০,০০০/-
৯	**কোম্পানির শেয়ার ▸** (শুধুমাত্র ডিভিডেন্ড গ্রহণের	-	[সতর্কতা : মার্কেট ভ্যালু] ৫,০০,০০০/-

	নিয়তে ক্রয়কৃত শেয়ার) (এ শেয়ারের মোট মূল্য হতে শেয়ার অনুপাতে কোম্পানির অপারেটিং এ্যাসেট যেমন, বিল্ডিং, মেশিনারী, কার-পিকআপ ইত্যাদির মূল্য বা অংশ বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করবে। তবে তা সম্ভব না হলে সতর্কতা মূলক মার্কেট ভ্যালু হিসেবে যাকাত দিবে)		
১০	**ডিভিডেন্ড/প্রফিট ▸** (ক্যাশ/স্টক/শেয়ার ডিভিডেন্ড/পার্টনারশিপ/ মুদারাবা/শিরকাত হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ)	-	১০,০০০/-
১১	**পার্টনারশিপ/শিরকাত/ মুদারাবা মূলধন ▸** [বা ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুদারাবা একাউন্ট] (তরল তথা ক্যাশ থাকলে তৎ পরিমাণ; আর বিনিয়োজিত হয়ে থাকলে তথা ক্যাশ না থাকলে অপারেটিং এ্যাসেট যেমন, বিল্ডিং, মেশিনারী, কার-পিকআপ ইত্যাদির	-	২,০০,০০০/-

	মূল্য বা অংশ বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করবে। তবে তা সম্ভব না হলে সতর্কতা মূলক মার্কেট ভ্যালু হিসেবে যাকাত দিবে) ▸		
১২	**সিকিউরিটিজ বা আর্থিক সার্টিফিকেট ▸** (বন্ড, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইজ বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল [১১])	-	[ফেইস ভ্যালু] ৫,০০,০০০/-
১৩	**আমানত ▸** (ব্যাংক লকারে রক্ষিত বা কোন ব্যক্তির কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত মাল)	-	৫০,০০০/-
১৪	**প্রভিডেন্ড ফান্ড ▸** (সরকার নিয়ন্ত্রিত পি.এফ হলে, হাতে আসার পর শুধু সে বছরের। আর সরকারি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে প্রতিষ্ঠান বা পরিচলনা কমিটি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে বর্তমান জমাকৃত)	-	১,০০,০০০/-
১৫	**এ্যাডভান্স/সিকিউরিটি মানি ▸** (ফেরতযোগ্য জামানত।	-	১,০০,০০০/-

(১১) যদিও বর্তমানে এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়।

	আর কর্তনযোগ্য হলে যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত কর্তনকৃত পরিমাণের অবশিষ্টাংশ) [তবে হাতে আসার পরও বিগত বছরের যাকাত আদায় করা যাবে]		
	যাকাতযোগ্য সম্পদ তরল বা নগদ মূল্যাকারে সর্বমোট (=)		৩৭,৯৪,২৩৩/-

খ. যাকাত হতে বিয়োগযোগ্য সম্পদ

ক্র. নং	বিয়োগযোগ্য অর্থ-সম্পদ	পরিমাণ/টাকা
১	**পরিশোধ্য অমেয়াদী ব্যক্তিগত ঋণ/লোন/দায় ▸** (সাধারণ ঋণ বা ক্রেডিট কার্ডের লোন[১২])	১,০০,০০০/-
২	**পরিশোধ্য মেয়াদী ব্যক্তিগত ঋণ/লোন/দায় ▸** (মেয়াদী ঋণের পরিশোধ্য হাল কিস্তির পরিমাণ) [যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত]	৫০,০০০/-
২	**অনাদায়ী মহর ▸** (যা স্ত্রীর পক্ষ হতে দাবিকৃত ও যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত পরিশোধের নিয়ত রাখে) ▸	১,০০,০০০/-
৩	**ইউটিলিটিজ বিল্‌স ▸** (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল) যা	১,০০,০০০/-

(১২) যদিও বর্তমানে উক্ত কার্ডের সুদ প্রদান করা বৈধ নয়। তবে সুদ প্রদান না করে ব্যবহার করা বৈধ। আর যদি সুদ প্রদেয় হয় তা যাকাত হতে বিয়োগযোগ্য নয়।

	যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত পরিশোধ্য	
৪	**বকেয়া পেমেন্ট ▸** যা পরিশোধ করতে হবে (বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য) [অমেয়াদী, আর মেয়াদী হলে পরিশোধ্য হাল কিস্তির পরিমাণ; যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত]	৫০,০০০/-
৫	**কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতা ▸** যা যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত পরিশোধ্য	১,০০,০০০/-
৬	**আগাম যাকাত ▸** যা যাকাতের নিয়তে আগাম আদায় করা হয়েছে	১০,০০০/-
৭	**বিগত বছরের অনাদায়ী যাকাতের পরিমাণ ▸** (যদি থাকে)	১০,০০০/-
৮	**কিস্তিতে ক্রয়কৃত বস্তুর পরিশোধ্য কিস্তির পরিমাণ ▸** (পরিশোধ্য হাল কিস্তির পরিমাণ) [যাকাত আদায়ের দিন পর্যন্ত]	৫০,০০০/-
৯	**এ্যাডভান্স বা সিকিউরিটি মানি ▸** (যা ফেরত দিতে হবে)	১,০০,০০০/-
১০	**কোম্পানির ঋণ/লোন ▸** লোন/ঋণের অর্থ দিয়ে যে পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ (কাঁচামাল ইত্যাদি) ক্রয় করেছে সে পরিমাণ বিয়োগযোগ্য, বাকিটা বিয়োগযোগ্য নয়।[১৩] যেমন, ১০ লক্ষ টাকা	[হাল কিস্তি] ২,০০,০০০/-

(১৩) ইসলাম আওর জাদীদ মায়িশাত ওয়া তিজারত, শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী হাফি.। ও আল-মায়ায়ির আশ-শারয়িয়্যাহ, মি'য়ার নং ৩৫, যাকাত, বন্দ (ধারা) : আল-হাওল- ৩/২/৩, খ. ২, পৃ. ৮৮৪।

	লোন করেছে। এর থেকে ৪ লক্ষ টাকার কাঁচামাল বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করেছে তাহলে ৪ লক্ষ টাকা বিয়োগযোগ্য। বাকি ৬ লক্ষ যাকাত হতে বিয়োগযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে ৪ লক্ষ বিয়োগ করবে। তবে যদি উক্ত ৪ লক্ষ কিস্তিতে পরিশোধ্য হয় তাহলে হাল কিস্তি বিয়োগ করবে, যেমন, ২ লক্ষ টাকা, পুরা কিস্তি নয়।	
১১	**হারাম বা অবৈধ অর্থ-সম্পদ ▸** [এটা পুরাটাই সাদাকা করতে হবে। এর যাকাত নাই। তাই তা বিয়োগযোগ্য][১৪]	১,০০,০০০/-
	বিয়োগযোগ্য সম্পদ বা অর্থ সর্বমোট (=)	৯,৭০,০০০/-
	যাকাতের চূড়ান্ত হিসাব	
	যাকাতযোগ্য সম্পদ নগদ মূল্যাকারে সর্বমোট	৩৭,৯৪,২৩৩/-
	বিয়োগযোগ্য অর্থ-সম্পদ সর্বমোট (-)	৯,৭০,০০০/-
	যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদ সর্বমোট (=)	২৮,২৪,২৩৩/-
	চান্দ্র বছর (৩৫৪ দিন) হিসেবে শতকরা হারে: ✔ **(-) ২.৫% সর্বমোট যাকাত (=)**	৭০,৬০৫.৮২৫/-
	সৌর বছর (৩৬৫/৩৬৬দিন)[১৫] হিসেবে শতকরা হারে: ✔ **(-) ২.৬% সর্বমোট যাকাত (=)**	৭৩,৪৩০.০৫৮/-

(১৪) হারাম ও সুদের পরিমাণের যাকাত নাই। হ্যাঁ, যদি হারাম ও সুদের আলাদা হিসাব বের না করে মিশ্রিত টাকা হতে যাকাত দেয় তাহলেও যাকাত আদায় হবে, যাকাত অংশের, আর সুদ সাদাকা হবে সুদের অংশের। -ফাতাওয়ায়ে উসমানী হতে সংক্ষেপিত, শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, ২/৮৯।

(১৫) সৌরবছর/৩৬৫ দিন হিসেবে ২.৫৭৭% আর ৩৬৬ দিন হিসেবে ২.৫৭৭৫%। আল-মায়ায়ির আশ-শারয়িয়্যাহ, মি'য়ার নং ৩৫, যাকাত, বন্দ (ধারা) : মিকদারুয যাকাতিল ওয়াজিবাহ, ৩/৩, খ. ২, পৃ. ৮৮৪। **তবে সতর্কতামূলক ২.৬% হারে যাকাত আদায় করবে।**

উপরোক্ত হিসাব নমুনা স্বরূপ পেশ করা হল। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ করে উপরোক্ত নিয়মে যাকাতের হিসাব বের করে নিবেন।

কে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ?

আল্লহ তায়ালাই পবিত্র কুরআনে সুরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত খাত নির্ধারণ করেছেন। খাতগুলো হল,

১. **ফকীর;** যার নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নাই, অথবা আছে কিন্তু প্রয়োজনীয়।
২. **মিসকীন;** যার কিছু নাই।
৩. **আমিল;** যাকাত উসূলের দায়িত্বশীল, যদিও ধনী হয়, উপার্জন থেকে ফারেগ থাকার কারণে, তবে হাশেমী ব্যতিত।
৪. **চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন (অমুসলিমদের);** যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। **এই খাতটি রহিত।**
৫. **রিকাব;** বুঝমান মুকাতাব দাস-দাসী তার দাসত্ব হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে।
৬. **ঋণগ্রস্থ;** ঋণের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক নয়।
৭. **আল্লহর পথে (জিহাদে রত ব্যক্তি);** যিনি জিহাদকালে দল হারিয়ে ফেলায় অভাবে পতিত।
৮. **মুসাফির;** যিনি ভ্রমণকালে অভাবে পতিত।[১৬]

এই খাতগুলোর ভিন্ন খাতে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না।

কাকে দিলে যাকাত আদায় হবে না ?

১. মসজিদ নির্মাণ।
২. রাস্তা-ঘাট, টিউবওয়েল স্থাপন ইত্যাদি।

(১৬) রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী), ৩/২৮৩-২৯১, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।

৩. কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, তবে;
যদি সেই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার দায়িত্বে নির্ধারিত ফকীর-মিসকীন থাকে তাহলে তাদের উক্ত খাতে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় হবে না।
তদ্রুপ যে সব মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিং বা গরিব শিক্ষার্থী আছে সেখানে যাকাত আদায় হবে। বরং ছাওয়াব বেশি হবে।
৪. মৃতের কাফন-দাফন ও তার ঋণ পরিশোধ।
৫. নিজ উর্ধ্বতন নর-নারী যেমন, বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও তদুর্ধ্বতন।
৬. নিজ অধঃস্তন নর-নারী যেমন, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রি, নাতি-নাতনী ও তধঃস্তন।
৭. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে। তবে শশুর-শাশুরিকে দেয়া যাবে।
৮. নিজ ও নিজ উর্ধ্বতন-অধঃস্তনদের গোলাম-বাঁদি।
৯. মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত ও ঋণ অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদশালী, চাই তা যাকাতযোগ্য হোক বা যাকাত অযোগ্য হোক। যেমন, কারো মাঠের জমি আছে যা তার প্রয়োজন নাই কিন্তু তার মূল্য নিসাব পরিমাণ তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না, যদিও সে অভাবী হোক।
১০. নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদশালীর নাবলক ছেলে-মেয়ে, তবে বালেগ ছেলে-মেয়েকে দেওয়া যাবে, যদি তারা গরিব হয়।
১১. হাশেমী বংশের লোক, যদিও অভাবী হয়।[১৭]

الحمد لله والشكر له أولاً وآخراً ، وصلى الله تعالى وسلم تسليماً على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه لزاما إلى يوم الدين قواما

পরিমার্জন-পরিবর্ধন : ০৬, রমাযান, ১৪৪০ হিজরী।

◈ সমাপ্ত ◈

(১৭) রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী), ৩/২৯১-৩০৬, যাকারিয়া বুক ডিপো, ভারত।